সমাজ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা

সমাজ

বাংলাদেশ ২০২৪ সালে স্বাধীনতার ৫৩ বছর উদযাপন করেছে। এই সালে ১৪৩০ এবং ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের অবস্থান ছিল। এই বছর বাংলাদেশ তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য, এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা দেশে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৭৩.৫২ মিলিয়ন বা ১৭ কোটি ৩৫ লাখ ২০ হাজার। এর মধ্যে নারী ৮৮.৩৭ মিলিয়ন (৮ কোটি ৮৩ লাখ ৭০ হাজার) এবং পুরুষ ৮৫.১৫ মিলিয়ন (৮ কোটি ৫১ লাখ ৫০ হাজার) প্রায়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও এটির সামঞ্জস্য রাখতে সরকারের নানা উদ্যোগ যেমন গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন, এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- ১৮ বছরের আগে নারীদের বিবাহের হার বৃদ্ধি
- খুলনা বিভাগে তালাকের হার বেশি
- সিলেট বিভাগে তালাকের হার সর্বনিম্ন
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের হার কমেছে
- প্রতি হাজারে ২৮.২ জন প্রতিবন্ধিতার মধ্যে রয়েছে

শিক্ষার হার বেড়ে ৭৫% পার করেছে, যেখানে বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েদের জন্য সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি, গ্রামীণ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং নারী শিক্ষা বৃত্তি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতির প্রত্যয় স্কীম বাতিল করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সর্বশেষ জুন ২০২৪ এ হালনাগাদকৃত 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২৩' অনুযায়ী, মানুষের গড় আয়ু আগের বছরের তুলনায় ০.১ বছর কমে ৭২.৩ বছর-এ অবস্থান করছে। যদিও এই হ্রাসের হার পরিসংখ্যানিকভাবে তেমন বিবেচ্য নয়। নারী ও পুরুষের জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৩.৮ বছর ও ৭০.৮ বছর।

বিবাহের বয়স সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রথম বিবাহের গড় বয়স কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী। পুরুষদের বিবাহের বয়স ২০২২ সালে ছিল ২৪ বছর যা ২০২৩ সালে গড় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.২ বছরে। পক্ষান্তরে, নারীদের বিবাহের গড় বয়স ২০২২ সালের ১৮.৪ বছর, ২০২৩ সালেও অপরিবর্তিত রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিশোরীদের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক/বাল্য বিবাহ একটি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। কেননা, ১৫ বছরের পূর্বে এবং ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহের হারে ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সরকারী হিসাব মতে, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৫ বছরের পূর্বে বিবাহের হার ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৮.২ শতাংশ; যা ২০২২ সালে ছিল ৬.৫ শতাংশ। এছাড়া ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছরের আগে নারীদের বিবাহের হার ২০২৩ সালে ৪১.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; যা ২০২২ সালে ৪০.৯ শতাংশ ছিল।

২০২৩ সালে বিগত বছরের তুলনায় স্থূল তালাকের হার কিছুটা কমেছে (প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ১.১); যা ২০২২ সালে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ১.৪ ছিল। তবে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তালাকের হার পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শহরের মানুষের তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ বেশি। ২০২৩ সালের এই হিসাবে আরও দেখা গেছে, প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে তালাকের অনুপাত ১.৯ জন নিয়ে খুলনা বিভাগে তালাকের হার সবচেয়ে বেশি। সিলেট বিভাগে এ হার সর্বনিম্ন (হাজারে ০.৪ জন)। অন্যান্য জনমিতিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে দেখা যায়, মুসলিমদের মধ্যে তালাকের মাধ্যমে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার হার সর্বোচ্চ; প্রতি ১,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে ১.২ জন। হিন্দুদের মধ্যে এ অনুপাত ০.২ (অপরিবর্তিত)। খ্রিস্টান ও

অন্যদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার প্রতি হাজারে ০.৪ জন। মোটাদাগে, নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে স্থুল তালাক হার বৃদ্ধি পাওয়ার একটি ইতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীদের শিক্ষার স্তর যত বেশি ওপরে, বিবাহবিচ্ছেদের হার তত বেশি। তালাক ও দাম্পত্য বিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পরকীয়া (২২.৪%)। এছাড়াও বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অনুসারে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার ২০২৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৬২.১ শতাংশে। ২০২২ সালে এ হার ছিল ৬৩.৩ শতাংশ। এতে দেখা যাচ্ছে যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের হার কমেছে।

২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক অভিগমন হার প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৮.৭৮ জন; যা ২০২২ সালে ছিল ৬.৬১ জন। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বহিরাগমনের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় বহিরাগমন হার ছিল ২.৩৭ জন। ২০২২ সালে সে হার ছিল কিছুটা বেশি ২.৯৭ জন। আন্তর্জাতিক অভিগমন ও বহিরাগমন উভয় ক্ষেত্রে পুরুষরা উচ্চ হারে নারীদের তুলনায় অগ্রগামী। একই লিঙ্গের প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে বহিরাগমন হার ৪.৩৬ বনাম ০.৪৬ এবং অভিগমন হার ১৬.৩৯ বনাম ১.৪৪। ২০২২ সালে সামগ্রিকভাবে দেশের অভ্যন্তরে আন্তঃজেলা আগমনের হার ছিল প্রতি হাজারে ৩০.৮ জন, ২০২৩ সালে তা কমে প্রতি হাজারে ২৫.৮ জনে দাঁড়িয়েছে। আন্তঃজেলা বহির্গমন হারের ক্ষেত্রেও ২০২২ সালে প্রতি হাজারে ৩০.২ থেকে কমে ২০২৩ সালে প্রতি হাজারে ২২.৪ হয়েছে। জেলার সীমানার মধ্যে অন্তর্মুখী স্থানান্তর হার ২০২৩ সালে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কমে ৬৫.৭ হয়েছে, যা ২০২২ সালে প্রতি হাজারে ১১০.৮ জন ছিল। জেলার মধ্যে বহির্মুখী হার ২০২৩ সালে প্রতি হাজারে ৭০.৫ জন হয়েছে, যা ২০২২ সালে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ছিল ১১৮.১ জন।

২০২৪ সালে প্রকাশিত ২০২৩ সালের 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস' এর নমুনা এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ২৮.২ জন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধিতা বা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের অক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে স্থুল প্রতিবন্ধিতার হার প্রতি হাজারে ২৮.৬ জন এবং নারীদের মধ্যে স্থূল প্রতিবন্ধিতার হার প্রতি হাজারে ২৭.৮ জন।

সংস্কৃতি

২০২৪ সালে ৩১ দিন চলে বই মেলা। বইমেলায় ৬০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় অন্তত ১৩ কোটি টাকা বেশি। বছরটিতে মেলায় নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে ৩ হাজার ৭৫১টি। ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয় ৩ হাজার ৭৩০টি বই। বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ পহেলা বৈশাখ উদযাপন। ১৪ এপ্রিল বাংলা ১৪৩১ সনের প্রথম দিন নতুন বর্ষকে বরণ করে নেওয়া হয়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিম্ন সকলের মধ্যে বৈষম্য ভুলে সকলে মিলে এই বছর দুইটি ঈদ পালন করে। "রিয়াদ সিজন ২০২৪"-এ বাংলাদেশ তার ঐতিহ্যবাহী পোশাক, নৃত্য, এবং হস্তশিল্প প্রদর্শন করে। মেলা প্রাঙ্গণে নির্মিত একটি মডেল গ্রামে বাংলাদেশের ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছিল, যেখানে পিঠা উৎসব, নকশিকাঁথার প্রদর্শনী এবং লোকজ গান দর্শকদের মন জয় করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। মে ১৬, ২০২৪ ফোর্বস ম্যাগাজিনের ফোর্বস '৩০ অনূর্ধ্ব ৩০ এশিয়া'-তে স্থান পান নয় জন বাংলাদেশি। এই তালিকায় এশিয়ার ৩০ বছরের নিচের ৩০০ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ৭ দিনব্যাপী "যাত্রা উৎসব" ছিল উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে নাট্যদলগুলো তাদের পরিবেশনা দেখায়। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির পরিচিতি বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে উৎসবটি। ১ থেকে ৭ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্ত মঞ্চে "যদি তুমি ভয় পাও, তবে তুমি শেষ; যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবে তুমি বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১০ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেন নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এরপর বছরের শেষের দিকে তার পরিচালিত

- বইমেলায় নতুন বই ৩ হাজার ৭৫১ টি
- আলোচনায় শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক প্রদর্শন

রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক চলচ্চিত্র '৮৪০'-এর মুক্তির মাধ্যমে তিনি আরও বড় চমক প্রদান করেন। ২০২৪ এ অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরীর 'প্রিয় মালতী', জয়া আহসানের 'নকশী কাঁথার জমিন', শাকিব খান অভিনীত 'রাজকুমার', 'তুফান' ও 'দরদ' নামে তিনটি সিনেমা সহ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে প্রায় ৪৫টি চলচ্চিত্র।

বৈষম্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকার কারণে ৫ আগস্টের পর সমালোচনার মুখে পড়েন চঞ্চল চৌধুরী, অপু বিশ্বাস, বিজরী বরকতউল্লাহসহ অনেকেই। বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলো 'আলো আসবেই' নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং অভিনেতা ফেরদৌস, রিয়াজ, অরুণা বিশ্বাস, তানভীন সুইটি, জ্যোতিকা জ্যোতিসহ আরও অনেকে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে ও একদফা দাবিতে রাজপথে নেমেছিলেন আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, প্রিন্স মাহমুদ, মোশাররফ করিম, সিয়াম আহমেদসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকেই। শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় নাট্য ও সংস্কৃতিকর্মীরা সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশে প্রতিবাদকারীদের ওপর ডিম ছোড়া হয়। সমস্ত শঙ্কা কাটিয়ে, শেষ পর্যন্ত মঞ্চে গড়ায় নাটক।

অভিনেতা আহমেদ রুবেল, অলিউল হক রুমী, মাসুদ আলী খান, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাদি মহম্মদ, কণ্ঠশিল্পী খালিদ, মাইলস ব্যান্ডের শাফিন আহমেদ, হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল, সুজেয় শ্যাম, পাপিয়া সারোয়ার এবং সবশেষ প্রেম ও দ্রোহের কবি হেলাল হাফিজের নামও যুক্ত হয় ২০২৪ সালে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তালিকায়।

খেলাধুলা

৫ আগস্টের পর পরই ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বহুদিন ধরে ফুটবল ও ক্রিকেটে সভাপতির পদে কাজী সালাউদ্দিন এবং নাজমুল হাসান পাপন ছিলেন, যাদের পরিবর্তন আলোচিত হয়। এ প্রেক্ষিতেই ২১ আগস্ট বিসিবির পদ থেকে স্বইচ্ছাতেই সরে দাঁড়ান নাজমুল হাসান পাপন। পরে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান বিচারক ফারুক আহমেদকে। এদিকে ২১ আগস্ট ভেঙে দেওয়া হয় সারাদেশের সব জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং জেলা ও বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা। অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বাফুফে নির্বাচনের মাধ্যমে কাজী সালাউদ্দিন যুগের ১৬ বছরের অবসান ঘটে। নতুন সভাপতি পদে আসেন তরুণ ক্রীড়া সংগঠক তাবিথ আউয়াল।

- ৫ আগস্টের পর বিসিবি ও বাফুফের নেতৃত্বে নতুন মুখ যোগ হয়
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দল পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জয় করে
- নারী ফুটবল দল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয় করে
- হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলে খেলার ছাড়পত্র পান
- দাবা খেলোয়াড় মনন রেজা সাফল্য বয়ে আনেন

২০২৪-এ ক্রিকেটে যেমন বেদনা ছিল তেমনি আনন্দও ছিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে নাম লেখানো, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ বিজয় এবং নভেম্বরে স্বাগতিক উইন্ডিজকে হারানোর ঘটনা উল্লেখযোগ্য ছিল। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর বসেছিল আমেরিকাতে। সেখানে সুপার ফোরে ওঠার বিরাট সুযোগ থাকলেও শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানের কাছে ৮ রানে হেরে সুপার এইটে ওঠার তৃপ্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় ক্রিকেট দলকে। এদিকে বিশেষভাবে বলতে হয় পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের কথা। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে কোনো জয় ছিল না বাংলাদেশের; কিন্তু ২১ থেকে ২৫ আগস্ট রাওয়ালপিন্ডির মাঠে অনুষ্ঠিত সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচে ১০ উইকেটে জয়লাভ করে টাইগার বাহিনী। এরপর ৩০ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়লাভ করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। সেপ্টেম্বরে ভারতে স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট ম্যাচেই হারে বাংলাদেশ। অক্টোবরে ঢাকায় সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টের সবগুলোতেই পরাজয় বরণ করে

বাংলাদেশ। নভেম্বরে উইন্ডিজ সফরে যায় বাংলাদেশ। টেস্ট এবং ওয়ানডেতে হারলেও টি-টোয়েন্টিতে সিরিজ জয় করে কিছুটা ব্যর্থতা পুষিয়ে দেয়। তবে এ বছরে সর্বপ্রথম ক্রিকেটে অন্যতম সাফল্য আসে যুব এশিয়া কাপ ক্রিকেটে। ৮ ডিসেম্বর দুবাইতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের যুব ফাইনালে অনন্য পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ভারতের মতো শক্তিশালী দলকে ৫৯ রানে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব দেখায় যুব টাইগাররা।

এছাড়াও পুরো বছরই ছিল বিশ্বের অন্যতম তারকা ক্রিকেটার সাকিবকে নিয়ে নানান আলোচনা। ৫ আগস্টের পর সাকিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এ সময় থেকেই বাংলাদেশ দলে তার খেলা নিয়ে নানান ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ৫ আগস্টের পর সাকিব পাকিস্তানে খেললেও শত প্রত্যাশা নিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে হোম সিরিজে খেলতে পারেননি। নিরাপত্তা এবং সাকিববিরোধীদের কারণে সাকিব দুবাই পর্যন্ত এসেও শেষপর্যন্ত আমেরিকাতে ফেরত চলে যেতে বাধ্য হন। এর আগে সাকিব টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে দেশের মাটিতে খেলে টেস্ট থেকে অবসর নেবেন বলে ঘোষণা দেন; কিন্তু দেশে আসতে না পারার কারণে সেটি অসমাপ্তই থেকে যায়।

নারী ক্রিকেটাররাও ২০২৪-এ কিছু ভালো নজির স্থাপন করেছেন। বছরের শুরুতে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল নিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ হতে পারত সাফল্যের সেরা সোপান; কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবেছে যুব বাঘিনীদের। অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দীর্ঘ ১০ বছর পর স্কটল্যান্ডকে ১৬ ম্যাচ পর হারিয়ে দুঃখ মোচন করতে সক্ষম হয়। নারী ক্রিকেটারদের জন্য বছরের শেষটা খুবই চমকপ্রদ হতে পারতো যদি নারী অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে ৪২ রানে পরাজিত না হতো। তবে সফরে আসা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের মাধ্যমে বাঘিনীরা আনন্দের বার্তা দিয়েছে ক্রিকেট ক্রেজি নেশনকে।

২০২৪ সালে ফুটবলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তেমন কোনো সাফল্য নেই বললেই চলে শুধু নারী ফুটবল দলের সাফে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া। পুরুষদের তুলনায় নারীরা এ বছরে অনেক ভালো পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে বলতেই হবে। সেই তুলনায় পুরুষরা ছিল বরাবরের মতোই অনুজ্জ্বল। তবে আগস্টে ছেলেদের ফুটবলে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয় ছিল অসাধারণ এক প্রাপ্তি। সেমিফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে টাইব্রেকারে হারিয়ে জয়ের পথ সুগম করেছিল বাংলাদেশ। ফাইনালে নেপালকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশের তরুণরা সত্যিই অন্যরকম এক সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। বছরের শেষ দিকে ফিফা প্রীতি ম্যাচে মালদ্বীপকে হারানো ছিল বড় এক পাওয়া।

বছরজুড়েই আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশের পরাজয় ছিল চোখে পড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়া, ফিলিস্তিন, ভুটান, লেবানন, এসব দলের বিপক্ষে হারে বাংলাদেশ। সেপ্টেম্বরে ভুটানের সঙ্গে প্রীতি সিরিজে ড্র করাটা ছিল বিষাদময় ঘটনা। একারণেই ভুটান এখনও আমাদের থেকে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে।

এ বছর বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের দ্বিতীয়বারের মতো সাফ ফুটবল শিরোপা জয় ছিল এক অসাধারণ আনন্দঘন ও আবেগী ঘটনা। অক্টোবরে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নেপালকে ২-১ গোলে পরাজিত করে শিরোপা লাভ করে বাংলাদেশের প্রমীলারা। এবারও তাদেরকে ছাদখোলা অভিনন্দন জানানো হয়। তবে এইবছর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমাদের নারী খেলোয়াড়রাই। কোচ পিটার বাটলারের পরিকল্পনা আর দুর্দান্ত টিম কম্বিনেশন বাংলাদেশের মুখকে দারুণভাবে উজ্জ্বল করে।

ফুটবলে অনেক বড় সুসংবাদ ছিল বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ইংলিশ খেলোয়াড় হামজা চৌধুরীর লাল-সবুজ জার্সিতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টি। ২০২৪-এর জুনে বাংলাদেশের পাসপোর্টের আবেদন করেন হামজা। আগস্টে সেই পাসপোর্ট হাতে পান। এর পরপরই ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ছাড়পত্র মেলে তাঁর। অবশেষে ডিসেম্বরে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার ছাড়পত্র পাওয়ার মধ্য দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল লেস্টার সিটিতে খেলা এই মিডফিল্ডারের বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলতে সব বাধা কেটে গেছে।

ক্রিকেট, ফুটবলের বাইরে অ্যাথলেটিক্সে এ বছর আন্তর্জাতিক লেভেলে তেমন সাফল্য নেই। তবে বছরের শুরুতেই ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত ইনডোর অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় দুটি পদক আসে। জহির রায়হান ৪০০ মিটার ইভেন্টে রুপা এবং মাহফুজুর রহমান হাইজাম্পে ব্রোঞ্জপদক জয়ের কৃতিত্ব দেখান। এদিকে জুলাইয়ে প্যারিসে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ৫ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেন; কিন্তু কেউই ভালো কিছু করতে ব্যর্থ হন। অ্যাথলেট ইমরান, সাঁতারু সোনিয়া, আর্চারের সাগর, সাঁতারু সামিউল কেউই ভালো কিছু করতে পারেনি।

বাংলাদেশি দাবাড়ু মনন রেজা নীড় ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে তৃতীয় নর্ম পেয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করেছে মনন। আগের বছর হয়েছিল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। এছাড়া ইরাকের বাগদাদে আয়োজিত এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশ দুটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। এ অর্জন আর্চারি ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।

হারিয়ে গেছেন যাঁরা: এ বছর ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ অনেকেই চিরবিদায় নিয়েছেন। প্রথমেই বলতে হয় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের কথা। ৫ জুলাই অকস্মাৎ মারা যান এই বিশ্ব নন্দিত দাবাড়ু। এর পর ১৭ জুলাই মারা যান কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণজয়ী শুটার আতিকুর রহমান। এ ছাড়া স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ৫ ফুটবলার ২০২৪ সালে পরলোকগত হয়েছেন। ডিসেম্বরে মারা যান এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী শুটার সাদিয়া সুলতানা। সাফল্য ও ব্যর্থতা গাঁথা ২০২৪ সালে সমাজ, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ক্ষেত্রে যে সব অর্জন রয়েছে তা ভবিষ্যতে দেশের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে প্রেরণা জোগাবে।

রাজনীতি

রাজনীতির ক্ষেত্রে ২০২৪ সাল ছিল নানান উত্থান পতনে ঘেরা। শুরুতে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনটি ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে নিবন্ধিত ২৮ টি দল অংশগ্রহণ করলেও বিএনপিসহ প্রধান প্রধান কিছু নিবন্ধিত দল অংশ নেয়নি। বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকার কারণে সরকারের দল থেকেই একাধিক প্রার্থীকে নিরপেক্ষ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়া হয়। এদেরকে বলা হয় ডামি প্রার্থী। এ নির্বাচনটি গতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও একে বিরোধী দলের নেতারা ২০২৪ এর ডামি নির্বাচন বলে অভিহিত করে থাকেন। অনেক জায়গাতেই সরকার দলীয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হয়। ডামি প্রার্থী বলে অভিহিতদের থেকে মোট ৬২ জন নির্বাচিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা দাবি করেন যে, তিনি মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে মনোনয়ন দিয়েছেন তারপরেও এতগুলো প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া মানে তার যাচাই-বাছাই সঠিক ছিল না। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দল কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। তবে তাদের মিটিং, মিছিল, পথসভাসহ বিভিন্ন রকম কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময় বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। যথারীতি বেগম খালেদা জিয়াকে কারামুক্ত অবস্থায় বাসায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়। ফলে পুরো বছর তিনি মুক্ত অবস্থায় বাসায় ছিলেন। বছরটির প্রথমাংশে সরকার বিরোধী বিভিন্ন বাম-জোট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের বড় বড় নেতারা টেলিভিশনের টকশোতে এবং পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে কাটিয়ে দেন।

- ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন হয়
- ছাত্রদের কোটা আন্দোলন থেকে সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়
- ৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর সহায়তায় দেশ ত্যাগ করেন
- সরকার পতনের পর দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে
- ৮ আগস্ট ড. ইউনুসের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়

বছরের রাজনীতিতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোটা আন্দোলন দিয়ে। এর আগে কোটা সমর্থক কয়েকজন ছাত্র কোটার পক্ষে হাইকোর্টে মামলা করলে, সরকারের আগের বাতিল করা কোটা পুনর্বহাল করা হয়। এর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ কড়া প্রতিবাদ করে। সরকার ছাত্রদের এই ন্যায্য দাবির প্রতি কোন সমর্থন না দেখিয়ে, তা অনেকটা উপেক্ষা করে। টানটান উত্তেজনার মধ্যে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়। সরকার এ অবস্থা দেখে হাইকোর্টের রায়ের বিপক্ষে উচ্চ আদালত থেকে শেষমেষ কোটা সংস্কারের পক্ষে রায় সংগ্রহ করে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫% করা হয় এবং সবমিলে ৭% কোটা রাখা হয়। ইতোমধ্যে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে ১৫ই জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত রাজপথে চরম উত্তেজনা দেখা যায়। সরকারবিরোধী পক্ষে ধীরে ধীরে সাধারণ ছাত্রসহ সাধারণ জনগণ যুক্ত হয়। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ এবং বিইউপির মীর মুগ্ধসহ আরো কয়েকজনকে হত্যা করার পর পুরো আন্দোলনটা রূপ নেয় ছাত্র-জনতা এবং পুলিশের মধ্যে রাজপথ দখলের একটি তীব্র লড়াইয়ে। দেখা যায়, আগস্ট মাসের ৫ তারিখ তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর সহায়তায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান মাত্র দেড় ঘণ্টার নোটিশে। যদিও এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয় শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তার এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় সাথে সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। সাথে তার দলের মন্ত্রীরা যে যেখানে পারে গা ঢাকা দেয়। ছাত্র জনতার পক্ষে আন্দোলনকারীরা গণভবনে উপস্থিত হওয়ার আগেই তিনি দেশ ত্যাগ করেন। সারাদেশে সরকারবিরোধী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে অনেকেরই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সরকারি হিসাবে কমপক্ষে ৮৩৪ জন নিহত, এবং ১৫ থেকে ২০ হাজার ব্যক্তি আহত হন, অপরদিকে কমপক্ষে ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়। অনেক পুলিশ ফাঁড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নরসিংদীসহ কিছু জেল ভেঙ্গে দাগী আসামীসহ কয়েদিরা পালিয়ে যায়। প্রায় দুই হাজারের মতো অস্ত্র লুট হয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অল্পকিছুকে আটক করা সম্ভব হয় এবং কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা যায়। বছরে শেষ পর্যন্ত ১৫০০ অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি। এরপর আগস্ট এর ৫ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত দেশে কোন সরকার ছিল না। সে সময় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই সংঘটিত হয়। কিছু কিছু জায়গায় মব জাস্টিস হয়, এভাবে "মব জাস্টিস" শব্দটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

ড. ইউনুস এর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয় ৮ আগস্ট ২০২৪ সালে। অল্প সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়ে তিনি সরকার গঠন করেন এবং ধীরে ধীরে উপদেষ্টার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এর আগে শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ধীরে ধীরে পুলিশ বাহিনী একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পূর্ণ সক্রিয় হয়নি। পুলিশের দায়িত্ব অনেক জায়গায় সেনাবাহিনী পালন করে এবং দেশের উন্নয়ন কাজে পূর্ণ গতি বছরের শেষ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

অপরাধ

২০২৪ সালের রাজনৈতিক অস্থিতিশিলতার কারনে অপরাধের মাত্রা এবং ধরনের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। বছরটিতে গতানুগতিক অপরাধ ছাড়াও রাজনৈতিক সহিংসতা একটা ব্যাপক স্থান দখল করে থাকে। খুন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, সাইবার অপরাধ, ডাকাতি, মাদক, চোরাচালান, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ, পিটিয়ে হত্যা, অর্থ পাচার, ঋণ খেলাপি, সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, পুলিশ হত্যা ও নির্যাতন, অপহরণ, চোরাচালান ইত্যাদি ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের হত্যা, অগ্নি সংযোগ, বাড়ি এবং দোকানপাটে অগ্নি সংযোগ, ব্যক্তিগত এবং সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ, সাংবাদিক হত্যা ও পুলিশ হত্যা ছিল প্রধান ঘটনা।

এ বছরের অপরাধের ধরন এবং কৌশলের কিছুটা নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ বছর হত্যার হার প্রতি লক্ষে ২.৬ শতাংশ বলা যায় যা গণঅভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে আগের বছরের তুলনায় কম ছিল। অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে গণঅভ্যুত্থানের সময় আহত ব্যক্তিদের আর্থিকসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। সরকার একটি ফাউন্ডেশন তৈরি করে এ গণঅভ্যুত্থানে আহত ও নিহত ব্যক্তিদের সহয়তা করার জন্য। এ বছরে সহিংসতা বেশি ছিল ছাত্র এবং পুলিশের বিরুদ্ধে। সেখানে নারীর তুলনায় পুরুষের সহিংসতা বেশি ছিল। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এবছর খুনের সংখ্যা ৩,৪৩২ টি। সেই হিসাবে একমাসে গড়ে ২৮৬ টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ এ ৩,০২৩ টি খুনের ঘটনা রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। পুলিশের এই হিসাব মতে এ বছর খুনের সংখ্যা বেড়েছে। অপহরণের সংখ্যাও ২০২৪ এ আগের বছরের তুলনায় ৩৮% বেড়েছে। পুলিশের তথ্য অনুসারে ২০২৪ ও ২০২৩ সালে দেশব্যাপী অপহরণের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪২ ও ৪৬৩ টি। এছাড়া ২০২৪ সালে পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ৬৪৩ টি, যা ২০২৩ সালে ছিল ৬০৭ টি। এক্ষেত্রেও পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষণীয়।

- অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালের ৩,০২৩ থেকে ৩,৪৩২ তে পৌঁছেছে
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গায়েবী মামলা হয়েছে
- নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কিছুটা কমেছে কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে

বাংলাদেশের অপরাধ পরিসংখ্যান

সাল	খুন	অপহরণ	পুলিশকে আক্রমণ
২০২৪	৩৪৩২	৬৪২	৬৪৩
২০২৩	৩০২৩	৪৬৩	৬০৭
২০২২	৩১২৬	৪৬০	৬০১
২০২১	৩২১৪	৪৪৫	৬০৮
২০২০	৩৫৩৯	৪৮৬	৪৪৯
২০১৯	৩৬৫৩	৫৯৮	৫৫৫

সূত্র: বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর | ২০২৫

এ বছরটিতে ব্যাপক পরিমাণে গায়েবী মামলা হতে দেখা যায়। যেমন, আইন ও সালিস কেন্দ্রের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট জেড. আই. খান পান্নার বিরুদ্ধেও হত্যা মামলা দেয়া হয় যা অনেকেই বিস্মিত করে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালে নারীর উপর সহিংসতা কিছুটা কমেছে, যা পূর্বের বছরের তুলনায় কম। ২০২৪ সালে অনেক ধর্ষণের ঘটনাও ছিল আর এই ধর্ষণের কারনে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এ সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা কিছুটা কমেছে। তবে সখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা কিছুটা বেশি ছিল।

এ বছর নারীরা বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। ডিসেম্বরের সর্বশেষ সপ্তাহেও এ ধরনের একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে এ বছরের মাঝামাঝি এসে আন্দোলনের পরে তরুণ সমাজের মধ্যে কিছুটা আশা সঞ্চার হয়েছিল কিন্তু বছরের শেষ দিকে এসে এটি কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। তরুণ সমাজ এ হতাশা থেকে কি ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত হতে পারে তা একটি গবেষণার বিষয়। বছরটিতে পাচারকৃত অর্থের উদ্ধারের আগ্রহ যতটা প্রকাশ করা হয় তার তেমন বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়নি। জেলখানা থেকে পলাতক আসামি ও অস্ত্র লুটের সামান্য কিছু উদ্ধার করা গেছে। বছরটিতে জঙ্গিবাদের কার্যক্রম তেমন বেশি প্রকাশ পায়নি। তবে মাদক দ্রব্য বহনের হার বৃদ্ধি পায়। তার পরিমাণ কত তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। মাদকের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোক, রাজনীতির লোক এবং ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীরা জড়িত হয়। সারাবছর স্বর্ণ চোরাচালান অব্যাহত ছিল। এ বছরটিতে গাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনা, দোকান-পাটে হামলা ছিল বেশি।

নারী ও শিশু

২০২৪ সালে, বাংলাদেশে নারী ও শিশুবিষয়ক ইস্যু গুরুতর সামাজিক উদ্বেগের কারণ হিসেবে ধরা দিয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং মৌলিক অধিকারপ্রাপ্তির মতো জটিল বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগসহ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থেকে গেছে। বাংলাদেশে নারী ও শিশুরা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, সীমিত শিক্ষার সুযোগ, অপুষ্টির উচ্চহার এবং শিশু শ্রমসহ নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে।

শিশুদের জীবন ও অধিকার রক্ষায় কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ – এর ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৫১% মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়। কেয়ার বাংলাদেশের এক গবেষণায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশের ৮৯% নারী ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার (আইপিভি) শিকার। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই অপরাধ ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪ সালে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এর ‘গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ’ শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, একাধিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে, বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০ ধাপ পিছিয়ে ৯৯তম স্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্কোর ০.৬৮৯, যা ২০২৩ সালের ০.৭২২ স্কোর থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক লিঙ্গ সমতার সূচকে বড় ধরনের অবনতি লক্ষ্য করা গেছে।

- নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহের হার উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে
- বাংলাদেশ বৈশ্বিক লিঙ্গ সমতা সূচকে ৯৯তম স্থানে নেমে গেছে
- শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে ১৭.৮ লাখ শিশু নিযুক্ত রয়েছে

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, ২০২৪ এ এক বছর সময়কালে মোট ২৫২৫ জন নারী ও কন্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৬৭ জন কন্যাসহ ৫১৬ জন। তার মধ্যে ৮৬ জন কন্যাসহ ১৪২ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ১৮ জন কন্যাসহ ২৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৫ জন কন্যাসহ ৬ জন ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে। এছাড়াও ৫৮ জন কন্যাসহ ৯৪ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে ১৮১ জনের এর মধ্যে ১৩৫ জন কন্যা। উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়েছে ৪৫ জন এর মধ্যে ৩৭ জন কন্যা, তার মধ্যে উত্ত্যক্তকরণের কারণে আত্মহত্যা করেছে ২ জন। বিভিন্ন কারণে ৭৭ জন কন্যাসহ ৫২৮ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ২৫ জনকে। ৫৭ জন কন্যাসহ ২৩৬ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

৭৬ জন কন্যাসহ ২১৪ জন আত্মহত্যা করেছে, এর মধ্যে ৬ জন কন্যাসহ ২৩ জন আত্মহত্যার প্ররোচনার শিকার হয়েছে। এছাড়াও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ৭ জন কন্যাসহ ৮ জন। নারী ও কন্যা পাচারের শিকার হয়েছে ২০ জন, এর মধ্যে ১৩ জন কন্যা। এসিডদগ্ধ হয়েছে ১৭ জন, এর মধ্যে ১ জন কন্যা। তার মধ্যে এসিডদগ্ধের কারণে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। ২৫ জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, এরমধ্যে ২ জন কন্যা। তার মধ্যে ১ জন কন্যাসহ ১০ জনের অগ্নিদগ্ধের কারণে মৃত্যু হয়েছে। যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬৮ জন, এর মধ্যে ৩৩ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে মোট ১৪৫ জন, এর মধ্যে ২৫ জন কন্যা। পারিবারিক সহিংসতায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২৫ জন কন্যা। ২৪ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এর মধ্যে ৯ জন কন্যাসহ ১৪ জন গৃহকর্মীর হত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং ১ জন গৃহকর্মীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ৫৭ জন কন্যাসহ ৬৮ জন অপহরণের ঘটনার শিকার হয়েছে। এছাড়াও ৩৭ জন কন্যাসহ ৩৯ জন অপহরণের চেষ্টার শিকার হয়েছে। পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১ জন কন্যাসহ ২ জন। ১৯ জন

কন্যাসহ ২৯ জন সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছে। বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটেছে ২০ টি। বাল্যবিবাহের চেষ্টা করা হয়েছে ৪৮ টি। এছাড়া ৪৬ জন কন্যাসহ ১৪৫ জন বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা প্রায় অর্জিত হয়েছে। ২০২৪ সালের ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেলথ উইং, বিবিএস-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১৫-২৪ বছর বয়সী নারীদের সাক্ষরতার হার বেড়ে ৯৬.১% হয়েছে। তবে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার সুযোগে এখনও কিছু বাধা রয়েছে, বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুসারে, নারীদের শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ৪৩.২%, যা ২০২৩ সালের ৪২.৬৮% থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এটি এখনও পুরুষদের (৮২.৮%) তুলনায় অনেক কম। এদিকে, বিশ্বব্যংকের তথ্য অনুযায়ী নারীদের শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ প্রায় ৩৭%, পুরুষদের হার ৮০.২% (বিশ্বব্যাংক, ২০২৩)। অনেক নারী কম বেতনে অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে, যেখানে লিঙ্গভিত্তিক বেতনের ব্যবধান একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে ৫০টি, যা মোট ৩৫০টি আসনের মধ্যে প্রায় ১৪.৩%। এছাড়া, সরাসরি নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের সংখ্যা যুক্ত করলে, সংসদে নারীদের মোট প্রতিনিধিত্বের হার প্রায় ২০%। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় মোট ১৩টি আসনের মধ্যে ৩টি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে, যা মোট আসনের প্রায় ২৩%। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০১৭ সালে ১০৬ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ছিলেন; সেই সংখ্যা এখন বেড়ে ১৩৭ জনে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ নয়। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণের হার প্রায় ২৩%, যা ইতিবাচক পরিবর্তনের নির্দেশ করে। তবে, সরকারের সকল স্তরে নারীর পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট উদ্যোক্তার প্রায় ৬০% নারী। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের এসএমই খাতে প্রায় ৭৮ লক্ষ নিবন্ধিত উদ্যোক্তা রয়েছেন, যার মধ্যে মাত্র ৭.২১% নারী। বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এবং এসএমই খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এখনও তা মোট অংশগ্রহণের তুলনায় কম। নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়াতে এবং তাদের সমর্থন করতে আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

২০২৪ সালের জুন মাসে সংসদে প্রদত্ত তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে মোট ১৪,২৯২টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১৪,২৭৫টি চালু রয়েছে এবং ৯৮টি নির্মাণাধীন। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৮০% নারী ও শিশু। সারাদেশে সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে নারী ও শিশুরা প্রধান অংশীদার, যা এই উদ্যোগের সফলতা নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের মার্চ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে মোট ১৭.৮ লাখ শিশু (৫-১৭ বছর বয়সী) শিশুশ্রমে নিযুক্ত রয়েছে। এই শিশুদের মধ্যে অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। দেশে শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের মাসিক গড় আয় ৬,৬৭৫ টাকা। মোট শিশুশ্রমিকদের মধ্যে ৭% শিশু ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে এবং রাতের বেলায় কর্মরত থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কর্মরত শিশুদের মধ্যে ৯৭.৫% ছেলে এবং ২.৫% মেয়ে। ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে মোটরগাড়ি (অটোমোবাইল) খাতকে শিশুশ্রমের সর্বোচ্চ হারযুক্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শিশুদের মধ্যে ৩৫.৭% গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে। শহরাঞ্চলে বসবাসকারী ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমিকদের হার ৬৪.৩%। বাংলাদেশে শিশুশ্রম একটি জটিল সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান, যা বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলে।

২০২৪ সালে নারী ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সহিংসতা হ্রাসে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনে এবং তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর নীতি গ্রহণ প্রয়োজন।

অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত দুই বছর ধরে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ঘাটতি, ঋণের ক্রমবর্ধমান চাপ, জ্বালানির উচ্চমূল্য, কর সংগ্রহের দুর্বলতা, বিনিয়োগের অভাব, ঋণ খেলাপির উচ্চ হার, এবং বেকারত্বের মতো কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো দেশের অর্থনীতিকে নাজুক অবস্থায় ফেলেছে। এই সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক কার্যক্রমকেই সীমাবদ্ধ করেনি, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করলে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশ প্রবল বর্ষণ এবং উজানের পানির কারণে ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়। এই বন্যায় ১১টি জেলায় জীবিকা, অবকাঠামো, এবং কৃষিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪,৪২১ কোটি টাকা, যা ২০২৫ অর্থবছরের জিডিপির ০.২৬ শতাংশ। বন্যায় ৫৪ জন মানুষ মারা যান এবং প্রায় ৫৪ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। এর মধ্যেই, দেশের উত্তরাঞ্চল নতুন বন্যার কবলে পড়ে, যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে আরও জটিল করে তোলে।

- উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ সংকট, এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির কারণে চরম সংকটে দেখা দিয়েছে
- ২০২৫ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫.৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে
- মূল্যস্ফীতি ১১.৬৬ শতাংশে পৌঁছেছে
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন থমকে আছে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার এই যুগপৎ ধাক্কা অর্থনীতিকে এক সংকটময় অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এরই মধ্যে, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া উন্নয়ন প্রতিবেদন বাংলাদেশের ২০২৫ অর্থবছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫.৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনে। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস, শুধুমাত্র ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারির সময়ের প্রবৃদ্ধি (৩.৫ শতাংশ) বাদে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশে নেমে এসেছে, যা আগের অর্থবছরের ৫.৮ শতাংশের তুলনায় স্পষ্টতই কম। এই পতনের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ভোক্তা ব্যয়ের নিম্নগতি, রপ্তানি আয়ের হ্রাস, এবং বিনিয়োগের সংকোচন। শিল্প খাত, যা জিডিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ৮.৪ শতাংশ থেকে কমে ৫.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত নির্মাণ খাত, যেখানে বিল্ডিং উপকরণের উচ্চ মূল্য এবং গ্যাস সরবরাহে বিঘ্নতা শিল্প খাতের কার্যক্রমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে, কৃষি ও সেবা খাত তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। কৃষি খাতে ৩.৩ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

জানুয়ারি থেকে ৯ শতাংশের ওপরে থাকা মূল্যস্ফীতি জুলাই শেষে পর ১১.৬৬ শতাংশে পৌঁছায়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত পূর্বাভাসে বলেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ১০.১ শতাংশ হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে মুল্যস্ফীতি ৯.৭ শতাংশে পৌঁছেছিল, যা আগের বছরের ৯ শতাংশ থেকে বেশি। খাদ্য ও জ্বালানির উচ্চমূল্য, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, এবং টাকার অবমূল্যায়ন মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ। বিশেষত খাদ্য

মূল্যস্ফীতি জুলাই মাসে ১৪.১ শতাংশে পৌঁছায়, যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর আর্থিক নীতি গ্রহণ করলেও বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি।

বৈদেশিক বাণিজ্যে চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে, যা আগের অর্থবছরের ১১.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে অনেকটাই কম। এই ঘাটতি কমার প্রধান কারণ আমদানি ব্যয়ের হ্রাস এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধি। রেমিট্যান্স আয় ১০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে রপ্তানি আয় ৫.৯ শতাংশ কমে ৪০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত তৈরি পোশাক (RMG) খাতের রপ্তানি আয় ৫.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা বৈশ্বিক চাহিদার পতন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্নতার ফল।

আমদানি ব্যয় ১০.৬ শতাংশ কমে ৬৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে, যা মূলত আমদানি সীমিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির কারণে হয়েছে। রপ্তানি আয়ে ৫.৯ শতাংশ হ্রাস দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয়ের সংকোচন চলতি হিসাবের ঘাটতিকে কিছুটা স্থিতিশীল করেছে।

মোট ভোক্তা ব্যয় ৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস ভোক্তা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি সীমিত করেছে। খাদ্য ও জ্বালানির উচ্চমূল্য নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে। বিনিয়োগ খাতে মন্থরতা ছিল স্পষ্ট। মোট স্থায়ী মূলধনী বিনিয়োগের (Gross Fixed Capital Investment) প্রবৃদ্ধি ৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা আগের বছরের ১১.৭ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

সরকারি ঋণ জিডিপির ৩৮.৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণ মোট ঋণের ৫৬ শতাংশ। বহিঃঋণ মূলত দীর্ঘমেয়াদি এবং বহুপাক্ষিক ঋণদাতাদের কাছ থেকে নেওয়া। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে ব্যবসায়িক পরিবেশের চ্যালেঞ্জ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা FDI প্রবাহকে সীমিত করেছে।

টাকার বিনিময় হার উল্লেখযোগ্যভাবে অবমূল্যায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ধীর গতির পেগড বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যেখানে ডলার প্রতি টাকার হার ১১৭ থেকে ১২০ এর মধ্যে স্থিতিশীল ছিল। এই নীতির ফলে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বাজারের বিনিময় হারের ব্যবধান কমেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুর্বল কিছু ব্যাংককে সবল ব্যাংককের সাথে একীভূত করা হয়।

বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপির ৪.৫ শতাংশ। ভ্যাট এবং আমদানি শুল্ক রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল, তবে আমদানি কমে যাওয়ায় শুল্ক আয়ে নিম্নগতি দেখা গেছে। শহুরে অঞ্চলে আয়ের বৈষম্য আরও বেড়েছে। জাতীয় গিনি সূচক ০.৫৩-এ পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ০.০৩ পয়েন্ট বেশি। উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার ২৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যা আয়ের বৈষম্যের অন্যতম কারণ।

চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২৫) বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন এখনো থমকে আছে। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়নের হার মাত্র ১২.২৯ শতাংশ, যা আগের বছরের তুলনায় অনেক কম। এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো টাকা খরচ করতে পারেনি। ১০টি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন ৫ শতাংশের নিচে ছিল।

এডিপির মোট বরাদ্দ ছিল ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা, কিন্তু চলতি পাঁচ মাসে মাত্র ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকি সাত মাসে বাকি ২ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করা প্রায় অসম্ভব। ফলে, এডিপি থেকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এডিপির সংশোধিত বাজেটে সবচেয়ে বেশি কাটা পড়ছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের বরাদ্দ। কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে থাকায় অর্থ খরচ করা সম্ভব হবে না, বিশেষত ভূমি অধিগ্রহণে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট করতে যাচ্ছে।

এছাড়া, বৈদেশিক ঋণ থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা কমানো হবে। কিছু প্রকল্প রাজনৈতিক কারণে বাদ পড়বে এবং বিদেশি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ কমানো হবে। এর ফলে, আগামী মাসে সংশোধিত এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর সরকারি অর্থায়ন কমে ৩০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এডিপি বাস্তবায়নে শীর্ষে রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ, তবে বেশিরভাগ মন্ত্রণালয় তাদের বরাদ্দের মাত্র ৫ শতাংশও খরচ করতে পারেনি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। রপ্তানি খাতের পুনরুজ্জীবন সম্ভব, বিশেষ করে তৈরি পোশাক (RMG) খাতের মাধ্যমে, যা বৈশ্বিক চাহিদা বাড়ানো এবং নতুন বাজারের সন্ধান করার মাধ্যমে শক্তিশালী হতে পারে। পরিবেশবান্ধব উৎপাদন এবং উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে এই খাতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা সম্ভব। এছাড়া, প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো যেতে পারে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে শক্তিশালী করবে। এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে, যদিও শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভব। কৃষি খাতের আধুনিকায়ন এবং টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

জনস্বাস্থ্য

২০২৪ সালে, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে দেশের জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিবেদনে ২০২৪ সালের জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে।

২০২৪ সালের জনস্বাস্থ্যের মূল পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ বছর বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭৫.৫ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে, যেখানে নারীর সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২% শহরে বসবাস করছে এবং ৫৮% গ্রামীণ অঞ্চলে। শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা প্রযুক্তি ও নীতি-নির্ধারণী উদ্যোগের মাধ্যমে মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গড় আয়ু ৭৩.৮২ বছরে পৌঁছেছে, যা পূর্বের বছরের তুলনায় ১.৫ বছর বেশি। পাশাপাশি বর্তমানে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে মাত্র ১৪০, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১০% কম।

- গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩.৮২ বছরে পৌঁছেছে
- মাতৃমৃত্যু হার ১০% হ্রাস পেয়েছে
- টেলিমেডিসিন সেবার প্রসার ঘটেছে

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতির সাথে সাথে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গড় আয়ুর বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেছনে বিভিন্ন কারণ উল্লেখযোগ্য। ২০২৪ সালে প্রধান স্বাস্থ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা, সাশ্রয়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা, এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ছিল অগ্রগণ্য। ২০২৪ সালে গৃহীত কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিলঃ

- **পুষ্টির মানোন্নয়ন:** সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। কৃশতা এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন ও খনিজ) ঘাটতি কমানোর লক্ষে স্কুলভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭.২ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি রক্তশূন্যতা (অ্যানিমিয়া) প্রতিরোধে লৌহ বা আয়রন-সমৃদ্ধ খাবার বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- **পরিস্কার পানি ও স্যানিটেশন:** গ্রামীণ অঞ্চলে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ৮৯% এবং স্যানিটেশন কভারেজ ৮২% এ উন্নীত হয়েছে। শহরাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকায় বায়ুদূষণ ও বিশুদ্ধ পানির সংকট সমাধানে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।
- **প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা:** ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। নবজাতক এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য উন্নত টিকাদান কার্যক্রম চালু ছিল।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন ও মাইলফলক অর্জিত হয়েছে, যা দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেটের ৭% বরাদ্দ করেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১% বেশি। এই তহবিলের অংশ ব্যবহার করে নতুন হাসপাতাল নির্মাণ এবং পুরনো হাসপাতালের সংস্কার করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য খাতের জন্য মোট ২৯,৭৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। সারাদেশে এ পর্যন্ত ১৪,৩১১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১৫টি জেলা হাসপাতাল এবং ৫৭টি উপজেলা হাসপাতালসহ মোট ৯৬টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে, যা দূরবর্তী এলাকার মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল স্বাস্থ্য ইউনিট প্রবর্তন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই ইউনিটগুলো বিশেষত মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশুদের টিকাদানের জন্য কার্যকর ছিল। মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পে সারা দেশে ৩.৫ মিলিয়ন মানুষ উপকৃত হয়েছে। এই ইউনিটগুলো দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। ২০২৪ সালে মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১০০টিরও বেশি ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়েছে। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ১৫০,০০০ রোগী সেবা পেয়েছেন, যা গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার মধ্যকার বৈষম্য কমাতে কার্যকর ছিল।

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে যুক্তরাজ্যের ‘বেটার হেলথ ইন বাংলাদেশ প্রোগ্রাম’ কার্যক্রমের অর্জন উদযাপন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি দেশের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ৪ নভেম্বর, ২০২৪ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ব্রিটিশ হাইকমিশন, ঢাকা ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) বাংলাদেশ এবং তাদের সহযোগী বাস্তবায়ন সংস্থাদের নিয়ে ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ড বাজেটের ‘বেটার হেলথ ইন বাংলাদেশ (বিএইচবি)’ প্রোগ্রামের সমাপ্তিতে এই উদযাপন হয়।২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের এই ফ্ল্যাগশিপ স্বাস্থ্য উদ্যোগটি বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। বিগত সাত বছরে বিএইচবি কর্মসূচি দুই হাজার ৮৩৫টির মতো মাতৃমৃত্যু রোধ করেছে, ১৮ লাখ ৩৭ হাজার ৬৮২টি নিরাপদ সন্তান জন্মদানে সহায়তা দিয়েছে এবং তিন লাখ ৪৭ হাজার ৫১৯ জন নারীকে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা দিয়েছে। এই কার্যক্রম চার লাখ ২০ হাজার শিশুর জন্য পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করেছে, জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য ১০ লাখেরও বেশি নারীর স্ক্রিনিং করেছে এবং ১০ হাজার ৩৪৫টি ফার্মেসি ও ওষুধের দোকানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে প্রদত্ত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের টিকাদান বাস্তবায়নের পাশাপাশি কার্যক্রমটি ১৬ হাজার ৬৫১ জন পরিষেবা প্রদানকারী এবং স্থানীয় কমিউনিটির নেতাদের জলবায়ু-সম্পর্কিত স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং উন্নত ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সাড়া দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কার্যক্রমটির উল্লেখ্যযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুহার কমানো, স্বাস্থ্যের উন্নতি, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের মতো জটিল সমস্যা মোকাবিলা ও স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের মতো অনুঘটকের ওপর হ্রাস।

প্রথমবারের মতো দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে পিএইচএ গ্লোবাল সামিট-২০২৪। এতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৫০ জন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং দেশের ১০০ জনেরও অধিক খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ দুই হাজারের অধিক চিকিৎসক, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ। ৯ দিনব্যাপী এই সামিটে থাকে ৩০টির বেশি কোর্স এবং সাইন্টিফিক সেশন। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলনের মূল পর্ব

অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক সেমিনারগুলোতে বাংলাদেশ এবং সারাবিশ্বের চিকিৎসার অগ্রগতি এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রবর্তন পর্যালোচনা এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কমপক্ষে ৫টি হ্যান্ডস-অন কোর্স এবং কমপক্ষে ২০টি তিন ঘণ্টা ভিত্তিক সেশন চলে।

৬ ডিসেম্বর ২০২৪-এ দশম আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা জনস্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Leveraging Innovation for Resilient Health System" (স্থিতিস্থাপক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য উদ্ভাবনের সুবিধা)। আন্তর্জাতিকভাবে ৪০ জন এবং বাংলাদেশ হতে ৫১৬ জন সহ মোট ৫৫৬ জন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলন দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাতে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সেগুলোর সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব মেটাতে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে প্রায় ১০,০০০ স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি হাসপাতাল গুলোতে চিকিৎসক সঙ্কট নিরসনে ৪৬ ও ৪৭ তম বিসিএসের প্রতিটি থেকে দেড় হাজারের বেশি চিকিৎসক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়লেও বিশেষ মেডিক্যাল টিম এবং গবেষণার মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য ছিল। জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করার একটি বড় পদক্ষেপ। স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বৃদ্ধি, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় দেশের স্বাস্থ্যখাতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চলমান আছে। তবে কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যসেবার সমবণ্টন বিষয় রয়ে গেছে, যা সমাধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন।

কৃষক ও শ্রমিক

কৃষক

২০২৪ সালে কৃষকদের অবস্থা তেমন একটা ভাল ছিল না। উৎপাদন খরচের তুলনায় কম মূল্যে বিক্রি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি, ওজন প্রতারণা ও কারচুপি সহ বেশ কিছু ভোগান্তিতে পড়তে দেখা গেছে কৃষকদের। বছরের শেষে এসে দেখা গেছে, কৃষকের কাছ থেকে বিভিন্ন সবজি কেনার সময় এলাকাভিত্তিক ঘোষণা দিয়ে মণপ্রতি পাঁচ থেকে ১০ কেজি পর্যন্ত কমিয়ে রাখা হয়। দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ধান, গম ও ভুট্টার ক্ষেত্রে মণপ্রতি দুই-তিন কেজি পর্যন্ত কমিয়ে রাখা হয়। কৃষি অর্থনীতিবিদের মতে, কৃষকদের পণ্য বিক্রির সময় যে হারে ওজন কম দেওয়া হচ্ছে তার ন্যূনতম মূল্য হিসাবে নিলেও কৃষকের ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

- উৎপাদন খরচের তুলনায় মূল্য কম থাকায় প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে
- শিং মাছের জীবনরহস্য উন্মোচন, জলবায়ু সহিষ্ণু সরিষার নতুন জাতসহ নতুন উদ্ভাবন দেখা গেছে

অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতার অনেকেই গ্রামীণ কৃষক সমাজ থেকে এসেছিলেন। এছাড়াও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে কৃষকরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। একজন ব্যক্তির পরিবারের দাবি অনুযায়ী, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া এক রাজনৈতিক কৃষক সংগঠনের নেতা হত্যার শিকার হন ডিসেম্বরে।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ডাইরি ২০২৪ অনুযায়ী কৃষি কাজের সাথে জনশক্তি নিযুক্ত ছিল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার জন। একই তথ্যসূত্র অনুসারে কৃষকের চাষ করা নিট ফসলি জমি ৮১,২৬,৩৪০ হেক্টর যেখানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী মোট ফসলি জমি ছিল ১,৬০,৫৬,৮১৬ হেক্টর। বপন মৌসুমে ভারি বৃষ্টিতে আলু ও পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যহত হয়েছে, বন্যায় শাক-সবজি

ও ধানের উৎপাদনে প্রভাব পড়েছে। ডলার সংকটে আমদানির ব্যাঘাত ঘটায়, সার-বীজসহ কৃষি উপকরণের সংকট দেখা যায়। ফলে বেড়ে যায় কৃষকের উৎপাদন খরচও। বাজেটে কৃষকের জন্য বরাদ্দ কমে আসে। তাছাড়া সরকার পতনের পর অভিযোগ ওঠে পূর্বে কৃষি খাতে ভর্তুকির অর্থ আত্মসাতের।

দেশি শিং মাছের জীবনরহস্য উন্মোচন করে পুরুষ ও স্ত্রী শিং মাছ–নির্ধারক জিন শনাক্ত করেছেন বাকৃবির একদল গবেষক। ২০২০ সালে শুরু হওয়া এই গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। শিং মাছের উৎপাদন ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে এসব তথ্য সাহায্য করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে শস্যকে রক্ষার পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক একটি অত্যাধুনিক গ্রিনহাউস তৈরি করেছেন বাকৃবির কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম আরিফ হাসান খানের নেতৃত্বে একদল গবেষক। ২০১৮ থেকে ২০২৪—দীর্ঘ সাত বছর ধরে গবেষণার পর উদ্ভাবিত হয়েছে বাউ সরিষা-৯ যেটি স্বল্পমেয়াদি, উচ্চফলনশীল, রোগবালাইপ্রতিরোধী এবং লবণাক্ততা–সহিষ্ণু শর্ষের নতুন জাত।

বাকৃবির মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক গোলজার হোসেনের নেতৃত্ব একদল গবেষক আমের বীজে এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, যা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারিতে ‘অটোমেটেড রিয়েল টাইম পটেটো গ্রেডিং মেশিন’ আলোর মুখ দেখে। যন্ত্রটি আলুবাছাই প্রক্রিয়া আরও সহজ, দ্রুত ও সঠিকভাবে করতে সক্ষম। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি আলুর আকার, রং ও ত্রুটি শনাক্ত করে। কম্পিউটার ও সেন্সরনির্ভর যন্ত্রটি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৩৫ কেজি আলু বাছাই করতে সক্ষম। সফলতার হার ৮৬ শতাংশ।

শ্রমিক

দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তৈরি করা এক প্রতিবেদন মতে, ২০২৪ সালে ৮২০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৯২ জন। নিহত শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৭০৭ জন। আর কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন ১১৩ জন। যদিও ২০২৩ এ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও নির্যাতনে ৮৯৫ জন নিহত হয়েছিলেন।

সরকার পতনের আন্দোলনে শতাধিক শ্রমিক নিহতের খবর পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিভিন্ন দাবি আদায়ে গাজীপুর ও আশুলিয়ার পোশাকশ্রমিকেরা রাস্তায় নামলে বেশ কিছু কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়। একপর্যায়ে শ্রমিকদের ১৮ দফা মেনে নেয় মালিকপক্ষ।

- বাংলাদেশে ৮২০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন
- সৌদি আরব নতুন বিমা ব্যবস্থা চালু করায় প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকরা উপকৃত হবে

শ্রমিক অধিকার মজুরি বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনের মধ্যে মিরপুর, আশুলিয়া, চন্দ্রা, গাজীপুর ও অন্যান্য এলাকার অন্তত ৩০০টি পোশাক কারখানা তাদের কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ করার ঘটনা ঘটেছে। এরই মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আন্দোলনরত শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ২৭ অক্টোবর আইশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ২ জন শ্রমিক। নিহতদের মধ্যে একজন নারী শ্রমিক রয়েছেন।

অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পর শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। অভিবাসী শ্রমিক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে বৈধ বা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স এসেছে ২৬.৬৭ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালের পুরো বছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২১.৯২ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের চেয়ে ২০২৪ সালে রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৪.৭ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ৯ লাখ ৩০ হাজার কর্মী বিদেশে পাঠানো হয়েছে যা গত বছর ১২ লাখ ৪৬ হাজার। অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স

দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলেও এর ব্যবস্থাপনায় এখনো রয়েছে ঘাটতি। কোভিড-১৯ এর পরে প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য জোর দাবি উঠেছে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে। এবারের গণঅভ্যুত্থানে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে অভিবাসীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন বৈষম্য বিরোধী দেশ প্রত্যাশায়। তাঁদের এই অবদানকে মূল্যায়ন করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষায় সরকারকে কৌশল প্রনয়ন করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি অভিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকেরা দীর্ঘদিন ধরে ভোট প্রদানের সুযোগ চাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময় এটি নিয়ে আলোচনা করলেও এর বাস্তবায়ন ঘটেনি।

সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সুখবর ছিল ২০২৪ সালে। শ্রম অধিকার লঙ্ঘন ও ভিসা প্রতারণার কারণে প্রবাসী শ্রমিকরা প্রায়ই নিয়োগকর্তার থেকে প্রাপ্ত অধিকারের বিষয়ে বঞ্চনার শিকার হন। এ সমস্যা সমাধানে নতুন বিমা ব্যবস্থা চালু করেছে সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের ব্যানারে শ্রমিকদের রেশনের জন্য বাজেটে বরাদ্দের দাবিতে জুন মাসে ঢাকায় পদযাত্রা করেন পোশাক শ্রমিকরা। পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ঘোষণা দেন, পোশাক শ্রমিকরা ভবিষ্যতে রেশন পাবেন। বছরের শেষ দিন পর্যন্ত তেমন কোন উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নিতে দেখা যায়নি। এছাড়াও শ্রমঘন এলাকা যেমন সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে টিসিবির কার্ডের বাইরেও কিভাবে ট্রাকে করে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে শ্রম মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলেও জানিয়েছিল সরকার।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলাদেশ, একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে, এই সংকট মোকাবিলায় এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ মডেল আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগ করেছে। দেশে বেশ কিছু নতুন সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছে। এতে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদী দখলমুক্ত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া সহ পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগ হয়েছে
- ভয়াবহ বন্যার শিকার হয় বাংলাদেশের ৭৩ টি উপজেলার মানুষ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। সারা বছরই দেশের মানুষকে বন্যা, সামুদ্রিক সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। বিশেষ করে, মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ এবং বারবার বন্যার কারণে পুরো দেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়াও বার বার বায়ুদূষণে ঢাকার শীর্ষস্থানে থাকা নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) বারবার ৩০০ ছুঁয়েছে, যেখানে দূষণমুক্ত মান মাত্র ৫০। বর্ষাকালে বাতাসের মান কিছুটা সহনীয় হলেও শীতের সময় তা নিয়মিত ২০০-৩০০ এর মধ্যে থেকেছে। ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) মান দ্বিতীয় স্থানে থাকা শহরগুলোর তুলনায় প্রায় ১০০ বেশি।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এবং সাইক্লোনের পাশাপাশি তীব্র তাপদাহ ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত দফায় দফায় বন্যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আগস্ট মাসে পূর্বাঞ্চলের ফেনী ও নোয়াখালী জেলায় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা ঘটে, যা প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত। মে থেকে আগস্টের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ১ কোটি ৮৩ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পাশাপাশি গ্রীষ্মকালের পুরো সময়জুড়েই তীব্র গরম

এবং তাপপ্রবাহ দেশের মানুষকে ব্যাপক ভোগান্তিতে ফেলে। ২০২৪ সালের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে বিশ্বে রেকর্ড উষ্ণতা দেখা যায়, যার গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা পূর্বে কখনও হয়নি। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা বাংলাদেশের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। মার্চ মাসে বাংলা চৈত্রের শুরুতেই দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে দাবদাহ শুরু হয়, যা চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও কক্সবাজার জেলায় ১৬ মার্চ থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসজুড়ে অব্যাহত থাকা তাপপ্রবাহে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ওঠে, যা ১৯৪৮ সালের পর দীর্ঘতম ছিল। ৩০ ই এপ্রিল দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোরে ৪৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। গরমের তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে ২১-২৭ এপ্রিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মে ও জুন মাসে টাঙ্গাইল, যশোর, পাবনা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যায়, যা জুলাই ও সেপ্টেম্বরে আবারও পুনরাবৃত্তি হয়। সিলেটে ২০ সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং রাজধানী ঢাকায় একই দিনে তাপমাত্রা ওঠে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আগস্টে মৌসুমি বৃষ্টিপাত সাময়িক স্বস্তি আনলেও গ্রীষ্মকালজুড়ে দাবদাহ দেশের জনজীবনে ব্যাপক ভোগান্তি তৈরি করে।

২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে মৌসুমি বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তবে মার্চ মাসের শেষের দিকে দেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় তীব্র শিলাবৃষ্টি আঘাত হানে, বিশেষ করে সিলেট শহরের শেষ দিনে নজিরবিহীন শিলাবৃষ্টি ঘটে। বৃষ্টির সঙ্গে পড়া বরফখণ্ডগুলোর মধ্যে কিছুটা দুটি ২০০ গ্রাম বা তার বেশি ওজনের ছিল। সিলেট নগরীতে শিলাবৃষ্টির তীব্রতা এতটাই ছিল যে, বরফখণ্ডের আঘাতে গাড়ি ও সিএনজি অটোরিকশার উইন্ডশিল্ড ভেঙে যায়। শিলাবৃষ্টির কারণে বেশ কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সাধারণত এপ্রিল মাসে কালবৈশাখী ঝড়ের প্রবণতা বেশি দেখা যায়, তবে এই বছর এপ্রিল মাসে এ ধরনের ঝড় কম হয়েছিল। তবুও, ২০ এপ্রিল ভোলার লালমোহন উপজেলা এবং ২৯ এপ্রিল হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে। নবীগঞ্জে শিলাবৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বোরো ধানের। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পুরো মাসজুড়েই দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আঘাত হানে। ৯ মে আবহাওয়া দফতর দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়। জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসেও দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় বিক্ষিপ্তভাবে আঘাত হানে, যার ফলে ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি ঘটে এবং কিছু জায়গায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় বছরের বেশিরভাগ সময়েই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানলেও, ২০২৪ সালে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ছিল অনেকটা কম। এ বছর দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মাত্র দুটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডবে সাত জেলায় ১০ জনের মৃত্যু হয় এবং অনেক মানুষ আহত হন। এছাড়া, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ফসল ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২৬ মে ঘূর্ণিঝড় রেমাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল অতিক্রম করে, এবং পায়রা ও মোংলা সমুদ্রবন্দরসহ বেশ কয়েকটি উপকূলীয় জেলা ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় আসে। রেমালের প্রভাবে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১২০ কিলোমিটার, এবং বিভিন্ন এলাকায় জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রেমালের প্রভাবে উপকূলীয় ১৯টি জেলার ১১৯টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে প্রায় ৪৬ লাখ মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

রেমালের পর কয়েক মাসের বিরতিতে, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আবারো একটি ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট 'দানা' নামক ঘূর্ণিঝড়টি মূলত ভারতের উড়িষ্যা অঞ্চল দিয়ে উপকূল অতিক্রম করলেও, এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছিল। ভোলা এবং পটুয়াখালীর কিছু উপজেলায় ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। 'দানা' প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং ভারত থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলা একাধিক দফা বন্যার কবলে পড়ে। এসব বন্যায় প্রায় এক কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০২৪ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহ ও জুনে সিলেট বেশ কয়েক দফা আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হয়। মে মাসের শেষে ভারত থেকে নেমে আসা ঢল এবং টানা বৃষ্টির ফলে সিলেট জেলার ৫টি উপজেলায় শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়। এই বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই, জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারত থেকে আসা পানির কারণে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় আবারো বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, যার ফলে সিলেট জেলায় বন্যার কারণে আক্রান্তের সংখ্যা

দশ লাখ ছাড়িয়ে যায়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ফের বন্যা শুরু হয়, এবং ৭ জুলাই পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, রংপুর, জামালপুর, গাইবান্ধা, ফেনী, রাঙ্গামাটি, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট এবং কক্সবাজার জেলার প্রায় ২০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০২৪ সালের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয় আগস্ট মাসের শেষ দশদিনে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে হওয়া বন্যা। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা অক্সফামের তথ্যমতে, এই বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফেনী ও নোয়াখালী জেলা, যেখানে ৯০ শতাংশ মানুষ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং ৪৮ শতাংশ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। ভারী বর্ষণ এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অন্তত ৭৩টি উপজেলা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে। এছাড়া উজান থেকে আসা ঢলে দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলের আরও ৫ জেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যা দেখা দেয়। এই প্রলয়ঙ্করী বন্যায় প্রায় ৬০ জন মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৩ জনের মৃত্যু ঘটে ফেনী জেলায়। এছাড়া কুমিল্লায় ১৪, নোয়াখালীতে ৯, চট্টগ্রামে ৬, কক্সবাজারে ৩, এবং খাগড়াছড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর ও মৌলভীবাজারে একজন করে মারা যান।

২২ এপ্রিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'পৃথিবী বনাম প্লাস্টিক'। অর্থাৎ যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে আমাদের, যা প্লাস্টিক দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়। দিবসটি উদযাপন করতে "ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)" এবং "ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ" যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণ বন্ধের দাবিতে মূকাভিনয় ও অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করে। বাংলাদেশে ৫ জুন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়, যার এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা"। সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেন এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন। পরিবেশ মেলা ৫ থেকে ১১ জুন এবং বৃক্ষমেলা ৫ থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত চলে। দেশের জেলা, উপজেলা এবং ঢাকা মহানগরীর শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসটি উদযাপিত হয়, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইউনিলিভার তাদের ক্লাইমেট ট্রানজিশন অ্যাকশন প্ল্যান (সিটিএপি) প্রকাশ করেছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার পাশাপাশি টেকসই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য স্থির করেছে। ২০১৫ সাল থেকে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ৭৪% কমিয়ে রিনিউয়েবল বিদ্যুৎ ব্যবহারে রূপান্তর এবং পরিবেশ-বান্ধব পণ্য তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিটিএপি-তে বিজ্ঞানভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পদক্ষেপের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা শেয়ারহোল্ডারদের ৯৭% সমর্থন পেয়েছে। নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, এবং সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ইউনিলিভার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ ১ অক্টোবর থেকে সুপারশপে পলিথিন ও পলিপ্রপিলিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরিবর্তে ক্রেতাদের জন্য পাট ও কাপড়ের ব্যাগ সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে টেকসই পণ্য ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছে। যদিও আগেও পলিথিন নিষিদ্ধের প্রচেষ্টা হয়েছিল, তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। এই নতুন পদক্ষেপ পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়াও সেন্টমার্টিনে সিংগেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন পর্যটকের সংখ্যা সীমিত করা এবং দ্বীপে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

কপ ২৯ (COP29), যা ২০২৪ সালে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর জোর দেয়। বাংলাদেশ, জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হিসেবে, এই সম্মেলনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করে। উন্নত দেশের প্রতিশ্রুতি গুলোর মধ্যে রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থ ও প্রযুক্তি সরবরাহ, ২০৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক তহবিল $৩০০ বিলিয়নে উন্নীত করা, কার্বন নির্গমন হ্রাসে নেতৃত্বদান। তবে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য জলবায়ু-সংকটগ্রস্ত

দেশগুলো এই সম্মেলন থেকে আরও কার্যকর ফলাফলের আশা করেছিল। তহবিল প্রদানের শর্ত এবং সময়মতো অর্থায়নের অভাব নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ, মিশন গ্রিন বাংলাদেশ এবং জেসিআই ঢাকা মেট্রোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'এনভায়রনমেন্ট ইনোভেশন সামিট' ২৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই সামিটে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব, জনসচেতনতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্যানেলিস্ট পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। ৭০টি সংগঠনের চার শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন এবং পরিবেশ রক্ষায় উদ্ভাবনী কাজের জন্য ৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, বৃক্ষ বিষয়ক কন্টেন্ট নির্মাতা উম্মে কুলসুম পপি ও আবু সাঈদ আল সাগর, ধরিত্রীর জন্য আমরা-এর সদস্য সচিব শরীফ জামিল, ইয়ুথ নেটের সোহানুর রহমান ও এখন টিভির বিশেষ প্রতিবেদক মাহমুদ রাকিব। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন, আসসুন্নাহ ফাউন্ডেশন, ফেনী জেলা স্বেচ্ছাসেবক পরিবার, এসিআই এগ্রো বিজনেস, শৈলবৃক্ষ এবং বায়োফার্মা লিমিটেড।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি সামাল দিচ্ছে, অন্যদিকে বৈশ্বিক সহযোগিতা ও সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এ সংকট মোকাবিলার একমাত্র পথ।